মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ
আলোচ্য বিষয় : সংবেদনের গুণ

B.A General

Semester- IV

(CBCS)

সংবেদনের সংজ্ঞাঃ- (Definition of Sensation)

সংবেদন হল এক মৌলিক মানসিক বৃত্তি। বাহ্য জগতের কোন বস্তুর (উদ্দীপকের) সঙ্গে যখন কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন ঐ বস্তু বা উদ্দীপক সেই ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপক করে এবং সেই উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে চালিত হলে যে প্রাথমিক চেতনার সৃষ্টি হয়, তাকে বলা হয় 'সংবেদন'। সংবেদন হল একটি অবিশ্লেষিত প্রাথমিক বোধ বা অনুভব। এই প্রাথমিক বোধের সঞ্চারকালে তার প্রকৃতি বা চরিত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ 'একটা কিছু' সম্পর্কে চেতনা হলেও সেই 'কিছুটা যে কি বস্তু' জানা যায় না।

সংবেদন সংজ্ঞা সম্পর্কে মনোবিদ সালির (Sully) বলেছেন -

"অন্তর্মুখী স্নায়ুর প্রান্তদেশ উদ্দীপিত হলে সেই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রবাহিত হওয়ার ফলে যে সরলতম চেতনা বা বোধের সঞ্চার হয়, তাকেই 'সংবেদন' বলে।"

সহজ কথায়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ ঘটামাত্র যে নির্বিশেষ প্রাথমিক চেতনার সৃষ্টি হয়, তাই হল সংবেদন। সংবেদনের অর্থবোধ হলে তা হয় প্রত্যক্ষণ (perception)।

যে সব বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ প্রতিটি সংবেদনের মধ্যে থাকে, তাদের সংবেদনের ধর্ম বলে। মনোবিদ টিশেনারের মতে, (Titchener) সংবেদন হল এমন এক মৌলিক মানসবৃত্তি যার চারটি ধর্ম বা বেশিষ্ট্য আছে। এগুলি হল -

(১) গুণ (quality),

(২) তীব্রতা (intensity),

(৩) স্পষ্টতা (clearness)

এবং (৪) স্থায়িত্ব (duration)।

মনোবিদ্ স্টাউট ((Stout) উক্ত চারটি ধর্মের সঙ্গে আরও দুটি ধর্ম যুক্ত করেছেন। যথা-

(৫) বিস্তার = (extensity)

এবং (৬) স্থানগত বৈশিষ্ট্য (local character)।

সুতরাং বলা যায় যে, সংবেদনের ধর্ম হল ছয়টি। সংবেদনের ছয়টি ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি হল নিম্নরূপ:-

১) **গুণ (quality):-** যে বৈশিষ্ট্যের জন্য এক সংবেদনকে অপর এক সংবেদন থেকে পৃথক করা যায়, তাকে বলা হয় সংবেদনের গুণ।

গুণ অনুযায়ী সংবেদনের শ্রেণীবিভাগঃ

গুণ অনুযায়ী সংবেদন পাঁচ প্রকার। যথা -

ক) দর্শন-সংবেদন,

খ) শ্রবণ-সংবেদন,

গ) স্পর্শ-সংবেদন,

ঘ) ঘ্রাণ-সংবেদন

এবং ঙ) স্বাদ-সংবেদন।

সংবেদনের এই গুণগত পার্থক্য আবার দুই প্রকার। যথা -

(ক) জাতিগত পার্থক্য (generic difference):- এক ইন্দ্রিয় উদ্দীপনাজনিত সংবেদনের সঙ্গে ভিন্ন ইন্দ্রিয়- উদ্দীপনাজনিত সংবেদনের যে গুণগত পার্থক্য, তা জাতিগত পার্থক্য। যেমন - চক্ষুরিন্দ্রিয় উদ্দীপনাজনিত দর্শন সংবেদন, কর্ণেন্দ্রিয় উদ্দীপনাজনিত শ্রবণ-সংবেদন ইত্যাদি।

(খ) উপজাতিগত পার্থক্য (specific difference):-

এক জাতিভুক্ত সংবেদনগুলির মধ্যে যে পার্থক্য থাকে, তাকে বলা হয় উপজাতিগত পার্থক্য। যেমন - বর্ণ সংবেদনের ক্ষেত্রে লালবর্ণের-সংবেদন, নীলবর্ণের-সংবেদন ইত্যাদি হল উপজাতিগত পার্থক্য।

২) তীব্রতা (Intensity):-

সংবেদনের তীব্রতা নির্ভর করে উদ্দীপকের তীব্রতার ওপর। উদ্দীপক তীব্র হলে সংবেদন তীব্র হয়, আর উদ্দীপক মৃদু হলে সংবেদনও মৃদু হয়।

এক জাতীয় দুটি সংবেদনের মধ্যে তীব্রতা অনুযায়ী পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন - জোরালো শব্দ ক্ষীণ শব্দ থেকে ভিন্নরূপে অনুভূত হয়। উজ্জ্বল আলো ম্লান আলো সুধী থেকে, তীব্র গন্ধ মৃদু গন্ধ থেকে পৃথকরূ পে বোধ হয়।

৩) স্পষ্টতা (Clearness) :-

একই শ্রেণীভুক্ত দুটি সংবেদনের মধ্যে স্পষ্টতার পার্থক্য হতে পারে। কোন সংবেদন বেশী স্পষ্ট, আবার কোন সংবেদন কম স্পষ্ট।

যে সব বিষয় চেতনার কেন্দ্রবিন্দু অধিকার করে তাদের সম্পর্কে আমাদের সংবেদন স্পষ্ট হয়; আর যে সব বিষয় চেতনার প্রান্তদেশে থাকে, তাদের সম্পর্কে অস্পষ্ট সংবেদন হয়।

সংবেদনের স্পষ্টতা আমাদের মনোযোগের ওপর নির্ভর করে। বিষয়ে মনোযোগ বেশী হলে তা স্পষ্টরূপে, আর মনোযোগ কম হলে তা অস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

৪) স্থায়িত্ব (Duration) :-

সংবেদনের স্থায়িত্ব নির্ভর করে উদ্দীপকের স্থায়িত্বের ওপর। স্থিতিকালের পার্থক্য হলে এক জাতীয় দুটি সংবেদন ভিন্ন বলে মনে হয়। কোন সংবেদন দীর্ঘকাল থাকে, আবার কোন সংবেদন অল্পকাল থাকে। যেমন - একই স্বরগ্রামের এক মিনিট ধরে শ্রুত সংবেদনকে এক সেকেণ্ড ধরে শ্রুত সংবেদন থেকে ভিন্ন বলে অনুভূত হয়।

৫) বিস্তার বা ব্যাপ্তি (Extensity) :-

সংবেদনের বিস্তার নির্ভর করে ইন্দ্রিয়ের কতটা অংশ উদ্দীপিত হয়েছে তার ওপর। যেমন - কোন বস্তুকে প্রথমে একটি আঙ্গুল দিয়ে স্পর্শ করে পরে যদি তাকে আবার সমস্ত হাতের তালু দিয়ে স্পর্শ করা যায়, তাহলে পূর্বাপর দুটি স্পর্শ-সংবেদনের মধ্যে যে পার্থক্য অনুভূত হবে, তা হবে বিস্তারগত পার্থক্য।

জেমস্ -এর মতে, বিস্তার হল সংবেদনের এক সাধারণ ধর্ম। মনোবিদ টিশেনার-এর মতে, কেবল দর্শন-সংবেদন ও স্পর্শ-সংবেদনেরই বিস্তার ধর্ম আছে। সংবেদনের এই বিস্তারধর্ম থেকেই আমাদের দেশ বা স্থান সম্পর্কে ধারণা দেখা দেয়।

৬) স্থানগত বৈশিষ্ট্য (Local Character) :-

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন সংবেদনের মূলে হল সংবেদনের স্থানগত বৈশিষ্ট্য। কাজেই সংবেদনের প্রকৃতি জেনে বলে দেওয়া যায় - সেই সংবেদনের মূলে কোন্ ইন্দ্রিয়-উদ্দীপনা আছে।

যেমন - দর্শন-সংবেদন হলে আমারা চোখ নির্দেশ করি, শব্দ-সংবেদন হলে আমরা কান নির্দেশ করি ইত্যাদি।

সংবেদনের বিস্তার মূলত সংবেদনের স্থানগত বৈশিষ্ট্যর ওপর নির্ভর করে।

The END

Tufan Ali Sheikh

Assistant Professor of Philosophy

Mahitosh Nandy Mahavidyalaya